এমাউস, দারিদ্রতা ও বঞ্জনার বিরম্নদ্ধে কার্যকর একটি বৈশ্বিক আন্দোলন। **প্রত্যেকের সামর্থ্য অনুযায়ী একত্রে কাজের মাধ্যমে পৃথিবীর পরিবর্তন সম্ভব।** ১৯৯৯ সালের বিশ্ব সভায় অভিজ্ঞদের চুড়ান্ত্ম ঘোষণা (অরলেন্স, ফ্রান্স)

এমাউস আন্দোলনের সার্বজনীন ঘোষণা

১৯৬৯ সালের বিশথ সভায় গৃহীত (বার্ণ, সুইজারল্যান্ড)

আমাদের নাম "এমাউস", যা ফিলিস্ত্মিনের একটি গ্রমের নাম থেকে নামকরণ হয়েছে। যেখানে আশায় রূপান্ত্মরিত করা হয়েছিল হতাশা। এই নামে আমাদের সবার দৃঢ় বিশ্বাস সাড়া দেয় যে, ভালবাসা আমাদের একত্রিত করে এবং আমাদের একসাথে সামনের দিকে নিয়ে যায়। এমাউস আন্দোলন শুরম্ন হয়েছিল ১৯৪৯ সালের নভেম্বর মাসে যখন: মানুষ তাদের অধিকারের অবস্থা এবং অবিচারের মুখোশে সামাজিক দায়িত্ববোধ সম্বন্ধে সচেতন হয়েছিল। এবং হতাশাগ্রস্ত্ম মানুষজন একত্রিত হয়ে সিদ্ধান্ত্ম নিয়েছিল একে অন্যকে সাহায্য করার জন্য, আর এভাবেই তারা নিপীড়িত মানুষের সাহায্যে এসেছিল। এর মাধ্যমেই একটি বিশ্বাস জন্ম নিয়েছিল যে "অন্যকে রড়্গার মধ্য দিয়েই নিজেকে রড়্গা করা যায়।" শেষে, বেঁচে থাকতে এবং অন্যকে বাঁচতে কাজ করার জন্য সম্প্রদায়গুলো প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এছাড়াও, এই সংগ্রামকে ব্যক্তিগত এবং জনগণের পরিসরে এগিয়ে নিয়ে যেতে সেচ্ছাসেবক এবং বন্ধুত্বসূলভ দল প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছিল। **১। সকল মানুষের প্রতি** আমাদের আইন প্রযোজ্য এবং এর মাধ্যমে যে কোন জীবনের সুন্দর বেঁচে থাকা, সত্য ও শান্তি্ম এবং ব্যক্তিগত ও সামাজিক উলস্নাস নির্ভর করে। "তাদের সেবা কর যে তোমার চেয়ে কম ভাগ্যবান" "তাদের সেবা কর যারা সবচেয়ে বেশি পীড়িত" **২। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস,** এই আইনের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন ও ন্যায় বিচারের অনুসরণ করা, যা মানুষের মধ্যে শান্তি্ম প্রতিষ্ঠিত করে। **৩। আমাদের লড়্গ্য প্রত্যেক মানুষ,** সমাজ এবং জাতির অবস্থান ও বেঁচে থাকা সুনিশ্চিত করে কার্যকরী ভূমিকা পালন করা। এবং যোগাযোগ ও অংশিদারিত্বের মাধ্যমে সমমর্যাদা নিশ্চিত করা। **৪। আমাদের পদ্ধতিতে প্রত্যেকে** স্বাধীনভাবে এবং সম্মানের সাথে তাদের নিজেদের প্রয়োজন মেটাতে পারে এবং একে অপরকে সাহায্য করতে পারে। যা সৃষ্টিশীলতা এবং সহযোগিতার মাধ্যমে সম্ভব হয়ে ওঠে। **৫। আমাদের প্রাথমিক প্রচেষ্টা হল,** যেখানেই সম্ভব সংগ্রহের কাজ। যা একটি বস্তুকে নতুন মূল্য দেয় এবং গুরম্নত্ব বৃদ্ধি করে। এর মাধ্যমে জরম্নরী অবস্থায় নিপীড়িতদের সাহায্য করা যায়। **৬। অন্যান্য প্রচেষ্টা হল,** সংগ্রাম ও সমস্যা ভাগাভাগির মাধ্যমে সচেতনতা বৃদ্ধি এবং চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করে সর্বাধিক নিপীড়িতদের দ্রম্নত সেবা নিশ্চিত করা। এবং সার্বিক বা ব্যক্তিগত প্রতিটি সমস্যার কারণ নির্ণয় ও সমাধান পর্যন্ত্ম প্রচেষ্টা অব্যহত রাখা। **৭। আমাদের স্বাধীনতা** এমাউসের কার্যাবলী (যা এই ঘোষণা পত্রে প্রকাশিত হয়েছে) অন্য কোন আদর্শের সহযোগী অংশ নয়। অথবা অন্য কোন কর্তৃপড়্গের নিয়ম কানুনের অংশ নয় বরং এর অভ্যন্ত্মরীণ নিজস্ব নিয়ম কানুন মেনে চলে। এমাউস জাতিসংঘ গৃহীত মানবাধিকার নিয়ে কাজ করে। এবং কোন রাজনৈতিক, নৃ-গোষ্ঠীগত, ভাষাগত, আত্মিক ও অন্য কোন উদ্দেশ্য ছাড়াই প্রতিটি সমাজ ও জাতির আইন কানুনের প্রতি শ্রদ্ধা রেখে কাজ করে চলেছে। ঘোষনা পত্রে প্রকাশিত বিষয়গুলির গ্রহণ-যোগ্যতা ছাড়া আমাদের কার্যাবলীতে অংশগ্রহনের জন্য অন্য কিছুরই প্রয়োজন হয় না। **৮। আমাদের সদস্য** এই ঘোষণাপত্র সহজ এবং এমাউস আন্দোলনের সুনির্দিষ্ট ভিত্তির সংবিধান প্রকাশ করে। এই আন্দোলনের একজন সক্রিয় সদস্য হওয়ার জন্য কোন ইচ্ছুক দলের কাছে এই সংবিধান গৃহীত এবং ফলিত হতে হবে।

এমাউস আন্তর্জাতিক সংস্থা

দরিদ্র ও সম্বলহীনদের কাজের দ্বারা সংহতির ভিত্তিতে একটি বিশ্ব।

আবে পিয়ারের আত্মার আলোকে, এমাউস একটি পার্থিব সংহতির আন্দোলন। যা দারিদ্রতা ও বঞ্জনার কারণগুলোকে লড়্গ্যবস্তু করে আসছে ১৯৭১ সাল থেকে। এমাউস কিসের জন্য যুদ্ধ করে? একে অন্যের সহায্য ও সহযোগিতায় সর্বাধিক সুবিধা বঞ্জিতদের তাদের জীবনের নিয়ন্ত্রণ ফিরিয়ে নিতে সাহায্য করে। ভারত থেকে পোল্যান্ড, পেরম্ন অথবা বার্লিনের মধ্য দিয়ে ৩৬ টি দেশে ৩০০ এর বেশি প্রতিষ্ঠান রয়েছে এই এমাউস আন্দোলনের। যা সমাজে দরিদ্রের সংহতি এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নে কাজ করে চলেছে। তাদের কার্যাবলীর সীমানা হচ্ছে নষ্ট বস্তু সংগ্রহ এবং পুরোনো জিনিসের পূনরায় ব্যবহার পর্যন্ত্ম, হস্ত্মশিল্প তৈরী, ক্ষুদ্র ঋণ সরবরাহ, পথ শিশুদের সাহায্য এবং জৈব কৃষিকাজ। যা পৃথিবীর চতুর্দিকেই বিদ্যমান রয়েছে। এই প্রতিষ্ঠানগুলো একসাথে কাজ করে চলেছে তাদের প্রচেষ্টার সমন্বয় সাধন এবং সংহতির বন্ধন প্রতিষ্ঠার জন্য। মৌলিক চাহিদায় অনুপ্রবেশের ধারণা ছাড়াও অগ্রাধিকার হিসেবে এমাউসের সদস্যদের ব্যবহারিক, সুস্পষ্ট ও সুনির্দিষ্ট অর্জন এবং রাজনৈতিক বিষয়ের সম্বন্ধেও ঐক্যবদ্ধ করে। এই প্রতিশ্রম্নতির কেন্দ্রবিন্দুতে আন্দোলনের সংগ্রহমূলক কাজের পাঁচটি অগ্রাধিকার কার্যাবলী রয়েছে। যা হলো: পানির অধিকার, স্বাস্থ্যের অধিকার, মৌলিক অর্থনীতি, শিড়্গা এবং অভিবাসীদের অধিকার। যদিও তাদের প্রাত্যহিক কাজকর্ম সামাজিক বাস্ত্মবতার সাথে এবং সার্বিক প্রতিশ্রম্নতি নির্ভর। এমাউস দলগুলো একটি সমাজের প্রতিদ্বন্দীতা এবং সংহতি ও নৈতিক মূল্যবোধের উপর অর্থনৈতিক আদর্শ প্রতিষ্ঠায় সারা বিশ্বে একটি উদাহরণ।

> দারিদ্রতার কারণগুলোর সমাধান

এমাউস একটি আন্দোলন হিসেবে এবং যে কোন সামাজিক ন্যায় বিচারের সংগ্রামে প্রাথমিক এবং সার্বিকভাবে সমাজের সর্বাপেড়্গা দূর্বলদের সুযোগ সুবিধার জন্য উৎসর্গীকৃত। এর উদ্দেশ্য শুধুই জরম্নরী সাহায্য প্রদান করা নয় বরং জনগণকে তাদের ন্যায় অধিকারের দাবি আদায়ে সাহায্য করা। যা তাদের নিজেদের শক্তিশালী করে তোলে। এই প্রতিশ্রম্নতি থেকে বোঝা যায় যে, জনগণের নিপীড়নের জন্য সচেতন বা অসচেতনভাবে জড়িত যারা, তাদের সাথে এমাউস সর্বদাই দ্বন্দে ও যুদ্ধে লিপ্ত। বিশেষকরে, শোষণমূলক প্রভাব জাহির করে এমন ধরণের জাতীয় ও আন্ত্মর্জাতিক দলগুলোর বিরম্নদ্ধে। এমাউসের প্রত্যেক সদস্য ও সংগঠন তাদের স্থানীয় অবস্থার ভিত্তিতে এর সুবিধা এবং এমাউস প্রতিশ্রম্নতির সুযোগ ও সীমাবদ্ধতা সম্বন্ধে জানাতে ও একইভাবে সামাজিক নীতিমালা রূপদান করতে অবশ্যই সংকল্পবদ্ধ হবে। ১৯৭৯ সালের বিশ্ব সভায় গৃহীত এমাউসের সামাজিক প্রতিশ্রম্নতির সুযোগ ও সীমাবদ্ধতায় অভিজ্ঞদের পড়্গো (অরাস, ডেনমার্ক)

EMMAÜS INTERNATIONAL
EMMAUS INTERNATIONAL
EMAÚS INTERNACIONAL